বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৬/২০১৫

শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন ফরিয়াদী
প্রকল্প পরিচালক
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি
প্রকল্প-২ পর্যায়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (কক্ষ নং-৪১৪)
১ম বিল্ডিং, খামার বাড়ি, ফার্মগেইট
ঢাকা-১২১৫।

বনাম

১। জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক ও প্রকাশক প্রতিপক্ষ
২। মিডিয়া স্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক
জনাব মতিউর রহমান
দৈনিক প্রথম আলো, সিএ ভবন
১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৩। জনাব আজাদ রহমান, নিজস্ব প্রতিবেদক
দৈনিক প্রথম আলো, ঝিনাইদহ
থানা ও জেলা- ঝিনাইদহ।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল সদস্য।
৩। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন লস্কর, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব খায়রুল ইসলাম, এডভোকেট ও
জনাব আফতাব উদ্দিন সিদ্দিকী, এডভোকেট।
শুনানীর তারিখ ঃ ০৫/০৯/২০১৬ইং, ২৬/১০/২০১৬ইং ও ২৭/১১/২০১৬ইং।
আদেশের তারিখ ঃ ২৮/১২/২০১৬ইং।

আদেশ

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী বিনীত নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে Enhancement of Crop Produciton through Farm Mechanization Project (Phase-II) প্রকল্পে 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত প্রদত্ত ঠিকানায় কর্মরত আছেন। ফরিয়াদী একজন সফল প্রকল্প পরিচালক হিসাবে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত জারীকৃত আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেন এবং ফরিয়াদীর মত বাংলাদেশে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জেলা, উপজেলা, থানা পর্যায়ে কর্মচারী কর্মকর্তাগণের অনেকে অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের আপামর কৃষকদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আধুনিক কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, নগদ অর্থ ভর্তুকি প্রদানের ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে কৃষি শ্রমিক সংকট দুরীকরণে আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিভিন্ন ফসলাদি যেমন ধান, গম, ভূট্টা, পাট, ফলমূল উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং জমির পরিমান হ্রাস

পাওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে অবস্থান নিয়াছে, বাংলাদেশের এবং উৎপাদিত চাল বিদেশী রাষ্ট্রে রপ্তানি করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। অত্র ফরিয়াদী তার নিজের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নরত কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষগণ ভুয়া, মিথ্যা, বানোয়াট, অসত্য সংবাদসমূহ প্রকাশ করে কর্মচারীদের মান সম্মানহানি করেছে যা কোনভাবেই টাকার অংকে পূরণ করা সম্ভব নয় বিধায় ফরিয়াদী অত্র মামলা দায়ের করেছেন এবং তিনি অত্র মামলা দায়েরে উপযুক্তও বটে;

প্রতিপক্ষগণের মধ্যে ১নং প্রতিপক্ষ প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক, যিনি নিজ দায়িত্বে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ Department কে জনসম্মুখে অহেতুক হেয় করার জন্য উপরোক্ত প্রথম আলো পত্রিকায় সমূহে বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন শিরোনামে অসত্য, ভুয়া, বানোয়াট তথ্যবিহীন মানহানিকর কাল্পনিক প্রতিবেদন ও প্রভাবিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রতিবেদনসহ কুরুচিপূর্ণ এবং বাস্তবতা বিবর্জিত সংবাদ সম্পাদন করেছেন এবং ২নং প্রতিপক্ষ উহা প্রকাশ করেছেন ও ৩নং প্রতিপক্ষ অপসাংবাদিকতার আশ্রয়ে অসত্য, ভুয়া, বানোয়াট সংবাদ সরবরাহ করেছেন এবং ১ ও ২নং প্রতিপক্ষ ৩নং প্রতিপক্ষের প্রতিবেদন, ভুয়া ও মিথ্যা তথ্যবিহীন সংবাদ যাচাই বাছাই না করে তাকে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন এবং প্রতিপক্ষগণ যার যার অবস্থানে থেকে উক্তরূপে সংবাদ সরবরাহ, সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য সমভাবে দায়ী। প্রতিপক্ষগণ ইতিমধ্যে অন্য কোন সংখ্যা ও তারিখে আরো কোন মিথ্যা ভুয়া ও বানোয়াট সংবাদ প্রথম আলো সংবাদে প্রকাশ করে থাকলে উহার বিষয়ে অতিরিক্ত অভিযোগ দায়ের করা হবে এবং যার জন্য প্রতিপক্ষগণই দায়ী হবে।

ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ Department কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় 'প্রকল্প পরিচালক' হিসাবে অত্র ফরিয়াদী সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে Power Tiller (কলের লাঙ্গল) সহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অনুকুলে ভর্তূকির টাকা বিতরণ করেছেন। তারই অংশ হিসেবে ঝিনাইদহের কোর্টচাঁদপুর উপজেলায় ১৫(পনের) টি কলের লাঙ্গল (Power Tiller) এর ভর্তুকির টাকা বাবদ কৃষি সহায়তা কার্ডধারী কৃষকদের অনুকূলে প্রদান করা হয়, যার মোট পরিমাণ ৩০,০০০/- x = ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত (ক) এ.সি.আই মটরস লিঃ (খ) চিটাগাং বিল্ডার্স এন্ড মেশিনারী লিঃ (গ) কর্ণফুলী লিঃ (ঘ) আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সহ মোট ১২টি কোম্পানী সারা বাংলাদেশের জন্য কলের লাঙ্গল (Power Tiller) সরবরাহ করছে। ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় উল্লেখিত ১৫(পনের) টি কলের লাঙ্গল (Power Tiller) কৃষকদের অনুকূলে বিতরণ করে ACI লিঃ ও দি চিটাগাং বিল্ডার্স এন্ড মেশিনারীজ লিঃ। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ভতুর্কি প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/তার মনোনীত ডিলার কর্তৃক ২৫% ভর্তুকি মূল্য বাদ দিয়া যন্ত্রমূল্যের অবশিষ্ট (৭৫%) টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কৃষকের নিকট কলের লাঙ্গল (Power Tiller) সরবরাহ করেন এবং সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পর কলের লাঙ্গল এর ভর্তুকির অবশিষ্ট অর্থ সরকারের সরকারি হিসাব রক্ষণ অফিসের মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের অনুকূলে প্রদেয় সরকারি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। 'কলের লাঙ্গল এর ভর্তুকির টাকা বড় ভাগ সরকারি দলের নেতা কর্মীদের পকেটে' শিরোনামে সংবাদ ভর্তুকি পাওয়া ৯জন যন্ত্র না কিনে ভুয়া বিল ভাউচার দেখিয়ে ভর্তুকির টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন-'যা মিথ্যা, বাস্তবতা বিবর্জিত ও দালিলিকভাবে সত্য নয়'। দেশে কৃষকদের মাঝে উপকরণ সহায়তা প্রদানের অন্যতম উপায় ভর্তুকি প্রদান। দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় চলমান এ কার্যক্রম দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে সরকার সম্পাদন করে আসছে। পত্রিকার এই বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদনসমূহে চলমান ভর্তুকি কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এবং সরকারের এ মহান উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'রাজনৈতিক চাপে তারা আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের নামে ভর্তুকির টাকা বরাদ্দ দিয়েছে'। প্রকৃতপক্ষে কৃষক ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কোন বৈধ বা অবৈধ কোন পথেই টাকা দেওয়ার সুযোগ নাই। কেননা ভর্তুকির টাকা কৃষকদের মাঝে সরাসরি প্রদানের কোন সুযোগ নাই। কেবলমাত্র তালিকাভূক্ত যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক টাকা প্রদান করা হয়। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আগ্রহী কৃষকগণ বা কৃষকদেরকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটি কৃষকদের জমির পরিমাণ, উপকরণ সহায়তা কার্ড যাচাইপূর্বক কৃষকদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেন। এ তালিকা জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সদর দপ্তরে জমা হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করেন। অতঃপর নির্ধারিত কৃষকদের সাথে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যন্ত্রের গায়ে 'সরকারি ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহকৃত, হস্তান্তর যোগ্য নহে' মর্মে অমোছনীয় রং বা কালি দিয়ে লেখা হয়। তালিকাভুক্ত কৃষকগণ সরকারি তালিকাভুক্ত যে কোন কোম্পানী/সরবরাহকারীদের নিকট হতে যে কোন পছন্দসই মডেল/ব্রান্ডের যন্ত্র ভর্তুকির টাকার অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ জমা দিয়া ক্রয় করতে পারেন। যন্ত্র সরবরাহের সময় উপজেলা কৃষি অফিসার ও তার সহকর্মীগণ যন্ত্রের ইঞ্জিন নং ও চেসিস নং মিলিয়ে যন্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করেন। যন্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পর বিক্রয় কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত চালানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসার প্রতিস্বাক্ষর কনে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগণ উক্ত

প্রতিস্বাক্ষরিত চালানসহ বিল দাখিল করলে তাদেরকে ঢাকাস্থ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয় এর কার্যালয়ের মাধ্যমে ভর্তুকির বিল পরিশোধ করা হয়। তাছাড়াও একই সংবাদে 'কৃষকদের নিকট যন্ত্র সরবরাহ না করে ভর্তুকির টাকা তুলে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন' মর্মে যে সংবাদ প্রকাশ করেছেন, কোন আলাপ আলোচনা ছাড়াই একতরফা উক্ত মিথ্যা বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেছেন;

প্রতিপক্ষগণ প্রথম আলো পত্রিকায় ২৭/০৫/২০১৫ইং তারিখে 'কলের লাঙ্গল ভর্তুকির বড় ভাগ সরকারি দলের নেতা কর্মীদের পকেটে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে যার মধ্যে ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের IMED এর ০১(এক) জন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কমিটি সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করে এবং তদন্তে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। এতদবিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৩০০ অনুচ্ছেদ মূলে সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সংসদের বিবৃতি দেওয়ার পর বিশেষ প্রতিনিধির বরাতে 'প্রথম আলোর সংবাদ বিষয়ে সংসদে কৃষিমন্ত্রীর বিবৃতি' শিরোনামে কৃষিমন্ত্রীর প্রতিবেদনটি তাচ্ছিল্যের সহিত অবজ্ঞা করতঃ প্রতিপক্ষগণ প্রথম আলো পত্রিকায় তাদের নিজেরদের বক্তব্য কয়েক দফায় প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া তদন্তকালে কমিটি প্রথম আলোর ঝিনাইদহ প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করার পরও তিনি আসেননি। উল্লেখ্য, গত ০২/০৬/২০১৫ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০ টার কাছাকাছি সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও তদন্ত কমিটির আহবায়ক জনাব কেএম আবদুল ওয়াদুদের মোবাইল (০১৭১১২৪৬৩২৩) থেকে সাংবাদিক আজাদ রহমানের মোবাইলে (০১৭১৩৪০০৬৯৯) কল দিয়া তাকে ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর রাত সাড়ে আটটার কাছাকাছি সময়ে জনাব আজাদ রহমান তার উক্ত মোবাইল থেকে জনাব ওয়াদুদের মোবাইলে কল দিয়া জানান, তার বাড়িতে জরুরি কাজ থাকায় তিনি বাড়ি চলে যাচ্ছেন। অথচ ১৭/০৬/২০১৫ইং তারিখে পত্রিকার প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন 'প্রথম আলোর সংবাদ সঠিক ও তথ্যভিত্তিক। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির কেউ তার কাছে আসেননি বা ডাকেননি। এই বিষয়ে প্রথম আলোর পক্ষ হতে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে'।

ফরিয়াদীর বক্তব্য, যে কোন সংবাদ বিষয়ে প্রতিপক্ষগণের তদন্ত করার সুযোগ আছে। কিন্তু তদন্তপূর্বক সংবাদ প্রকাশ হবে- মর্মে কোন সংবাদ প্রকাশের এখতিয়ার সাংবাদিকের নাই। কারণ তা একধরনের হুমকি সাংবাদিকতার রীতিনীতি ভঙ্গ করে প্রতিপক্ষগণ প্রথম আলোর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে সংবাদ প্রকাশ করা হবে মর্মে রীতিমতো ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানকে হুমকি প্রদান করেছেন। যার জন্য প্রতিপক্ষগণ তিরষ্কার পাওয়ার যোগ্য;

প্রতিপক্ষগণ গত তাং-০৪/০৭/২০১৫ তারিখে 'ভর্তুকির কলের লাঙ্গল, নতুন লাঙ্গল আবার তদন্ত সাংবাদিক লাঞ্ছিত' শিরোনামে অপরা একটি ভুয়া, মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদে বলা হয় 'গত বৃহস্পতিবার খবর প্রকাশিত হয়। এরপর প্রশাসন আবার তৎপরতা শুরু করে'। অথচ প্রতিবেদনের উক্ত সংবাদ প্রমাণের জন্য কোন ডকুমেন্ট প্রতিপক্ষগণের হাতে নাই। সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়ে মিথ্যা মনগড়া সংবাদ সংযোজন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০নং অনুচ্ছেদ মূলে প্রদত্ত বিবৃতিটি নিতান্ত হেয়ালিপনার সাথে সংবাদ প্রকাশ করে একজন সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যা ১-২ নং প্রতিপক্ষ সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ করেছেন এবং যার দায়দায়িত্ব প্রতিপক্ষগণের উপর বর্তাবে;

অতঃপর ০৯/০৭/২০১৫ইং তারিখে 'সত্য প্রকাশের কারণে মামলা, সাংবাদিক হয়রানী বন্ধ করুন' শিরোনামে প্রথম আলো পত্রিকায় কোন প্রকার সাংবাদিকের নামবিহীন ১নং প্রতিপক্ষ একটি মিথ্যা ও ভুয়া সংবাদ সম্পাদনা করেন এবং ২নং প্রতিপক্ষ উহা প্রকাশ করেন।

ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা বা কোন জিডির বিষয়ে ফরিয়াদী বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কিংবা কৃষি মন্ত্রণালয় মোটেই অবগত নয়। উক্তরূপ সংবাদ ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানের উপর দায় চাপানোর মত। আবার কোন প্রকার তদন্ত ব্যতিরেকে ২নং প্রতিপক্ষ মন্তব্য করেছেন 'ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতাকর্মী ভর্তুকির লাঙ্গল কেনার নামে যে টাকা নয়ছয় করেছেন উহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট'। কোন সংবাদপত্র দূর্নীতি অনিয়মের খবর প্রকাশ করলে উহার সঠিক তথ্য অনুসন্ধান এবং এর অসংগতি দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের কর্তব্য হয়ে দাড়ায়, অথচ ১নং প্রতিপক্ষের সম্পাদনা অনুযায়ী তিনি সঠিক সংবাদ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাস্তবে উহা প্রমাণ করার মত কোন কিছুই প্রতিপক্ষগণের হাতে নাই। কারণ কলের লাঙ্গলের ভর্তুকির টাকা কলের লাঙ্গল সরবরাহ সাপেক্ষে সরকারের হিসাবরক্ষণ অফিস হতে A/C payee চেকের মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের অনুকূলে প্রদান করা হয়। যেখানে সরকারি দলের নেতাকর্মী কিংবা দুষ্ট ডাকাত বা কোন শক্তিশালী নেতার উক্ত কলের লাঙ্গলের টাকা কোম্পানী একাউন্টস হতে নেওয়ার সুযোগ নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ডাহা মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে নীতিগতভাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তথা কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এরূপ সংবাদ প্রেরণ, সম্পাদন ও প্রকাশ নৈতিকতা বিবর্জিত এবং সাংবাদিকতার নীতিমালার বিরুদ্ধাচারণ।

গত ০৯/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক গত তাং-১৬/০৬/২০১৫ ও ০৫/০৭/২০১৫ইং এ মোট ০২(দুই) বার বিবৃতি প্রদান করেন এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক সত্যতা যাচাই এর জন্য দুইবার তদন্ত করা হয়। প্রতিবাদ তদন্তের ফলাফলে প্রকাশিত সংবাদের কোন সত্যতা পাওয়া যায় নাই এবং কলের লাঙ্গল (Power Tiller) এর ভর্তুকি পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম পাওয়া যায় নাই বা অদ্যাবধি কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। মূলতঃ সরকারের উন্নয়ন কাজকে বাধাগ্রস্থ করা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে পিছনে ঠেলে দেওয়াই প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবেদকের একমাত্র কাজ। সংবাদ বিশ্লেষণে মনে হয় তারা সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তা সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও নৈতিকতা বিবর্জিত এবং অপসাংবাদিকতার শামিল।;

প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষহতে কোন প্রকার দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তি সাংবিধানিকভাবে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। এই বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করার সুযোগ নাই। উল্লেখ্য গত ১৩/০৭/২০১৫ইং তারিখে প্রতিপক্ষগণ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় আজাদ রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শিরোনামে অপর এক সংবাদ প্রকাশ করেছেন যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দূর্নীতিবাজ বলে পরোক্ষভাবে মন্তব্য করেছেন। এতদসংক্রান্ত সংবাদে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছে উক্ত সংবাদ সমূহের ভিত্তি বা এর সত্যতা প্রমাণে প্রতিপক্ষ ব্যর্থ হলে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম আলোর সংখ্যাসমূহ যার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী অভিযোগ করেছেন উহা অভিযুক্ত সংখ্যা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উহা প্রকাশের দায়ে প্রতিপক্ষগণকে ভর্ৎসনা, তিরস্কার সহ সতর্ক করার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে।

প্রথম আলো পত্রিকায় গত ০২/০৭/২০১৫ইং তারিখে 'কলের লাঙ্গলে ভর্তুকি প্রথম আলোর খবর অসত্য নয়, এখনো পাঁচজন লাঙ্গল কেনেননি' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে প্রতিপক্ষগণ ১ম পৃষ্ঠা ও ১১তম পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী যে সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এই একই space এ যদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রকাশ করতেন তা হলে সেবার লালন হত। অথচ তিনি উহা না করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সংসদে বিবৃতি এবং সারা বাংলাদেশের মধ্যে একটি মাত্র উপজেলায় মাত্র ১৫(পনের) টি কলের লাঙ্গলে ভর্তুকির টাকা যার পরিমাণ খুব বেশি নয়, উহা নিয়া পত্রিকায় রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে চলমান কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে যা সাংবাদিকতার রীতিনীতি বিরোধী এবং প্রকাশিত সংবাদ পাঠক সাধারণের সাথে প্রতারণা করার শামিল;

প্রতিপক্ষগণ প্রথম আলো পত্রিকায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গত ৭/০৫/২০১৫ইং তারিখ হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এমনকি কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে বিপাকে ফেলার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বানোয়াট তথ্যবিহীন অসত্য সংবাদ লাগামহীনভাবে বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশ করে যাচ্ছেন। সংবাদ প্রকাশের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সংবাদ প্রকাশের কোন Development News না থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। অথচ News সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি কোন Development সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ না থাকে, আইনত উহা repetition এর কোন সুযোগ নাই। পাঠক প্রতিদিন একটি পত্রিকা ১০(দশ) টাকা দিয়া ক্রয় করেন নতুন সংবাদ কিংবা কোন Development News পড়ার জন্য। অথচ প্রথম আলো পত্রিকা অতি বড় space একাধিক পৃষ্ঠা ব্যাপি সংবাদ repetition করেছে এবং উহা পাঠক সাধারণের সহিত প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নাই। উল্লেখিত প্রকাশিত সংবাদসমূহে দেশ ও জাতির জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনে নাই, পাঠকের কোন উন্নতি হয় নাই। বিদ্বেষমূলক সংবাদসমুহ কৃষি পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জনগোষ্ঠীর নজরে আসায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সহ ফরিয়াদী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে মাত্র।

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সে সকল সংবাদ বা সংবাদের অংশ ফরিয়াদীকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে এবং ফরিয়াদীর ডিপার্টমেন্টকে জনসম্মুখে বিতর্কিত করা হয়েছে এবং ফরিয়াদীর ডিপার্টমেন্টকে জনসম্মুখে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন। ফরিয়াদী সংবাদগুলির বিবরণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭/০৫/২০১৫ইং তারিখে কলের লাঙ্গলে ভর্তুকির বড় ভাগ সরকারি দলের নেতা কর্মীদের পকেটে' '০২/০৭/২০১৫ইং তারিখে কলের লাঙ্গলে ভর্তুকির প্রথম আলোর খবর অসত্য নয় এখনও ৫জন লাঙ্গল কেনেননি', গত ১৭/০৬/২০১৫ইং তারিখে প্রথম আলো সংবাদ বিষয়ে সংসদে কৃষিমন্ত্রীর বিবৃতি শিরোনামে বিরূপ মন্তব্য। '০৪/০৭/২০১৫ইং তারিখে ভর্তুকি কলের লাঙ্গল নতুন লাঙ্গল আবার তদন্ত, সাংবাদিক লাঞ্ছিত' '০৯/০৭/২০১৫ইং তারিখে সত্য প্রকাশের কারণে মামলা, সাংবাদিক হয়রানী বন্ধ করুন' '১৩/০৭/২০১৫ইং তারিখে আজাদ রহমানের বিরুদ্ধে মামলা কালীগঞ্জের সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মানববান্ধব'। যার দ্বারা প্রতিপক্ষগণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টকে জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। অথচ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাফল্য অনেক;

প্রতিপক্ষগণ সংবাদ প্রকাশের পর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কমিটি ২৭/০৫/২০১৫ইং তারিখের বর্ণিত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদসমূহের ব্যাপারে তদন্ত করেছেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সিনিয়র তথ্য অফিসার বিবেককান্দ রায় সার্বিক তদন্তের ফলাফল (প্রতিবাদ লিপি) গত তাং-১৬/০৬/২০১৫ইং ১নং প্রতিপক্ষের বরাবরে

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ পূর্বক মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের সংসদে প্রদত্ত বিবৃতিও সংযুক্ত করেছেন। এরপরও প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া একতরফাভাবে সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই লাগামহীন সংবাদ প্রকাশ করে চলেছেন। যার ফলে ফরিয়াদী অন্যান্য সংখ্যার জন্য কোন প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন নাই, প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করলেও প্রতিপক্ষগণ Positively উহা প্রকাশ করতেন না এবং অভিযুক্ত সংবাদের বিষয়ে ফরিয়াদী অন্য কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করেন নাই। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ঝিনাইদহ জেলার কোর্টচাদপুর উপজেলায়ও কলের লাঙ্গল (পাওয়ার ট্রিলার) এর ভর্তুকি প্রদানের কোন প্রকার অনিয়ম হয় নাই। অথচ প্রতিপক্ষগণ বিদ্বেষমূলক ও ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা, ভুয়া, বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেছেন এবং এজন্য প্রতিপক্ষগণকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত ভবিষ্যতের জন্য সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্ক করা একান্ত আবশ্যক এবং বিদি মোতাবেক শাস্তি প্রযোজ্য;

প্রতিপক্ষগণ কোন প্রকার তদন্ত ব্যতিরেখে ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত বিষয়ে একাধিকবার সংবাদের পুনঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। যা সাংবাদিকতার রীতিনীতি বহির্ভূত এবং যা প্রকাশের প্রতিপক্ষগণকে বারিত করা একান্ত আবশ্যক এবং প্রার্থনা করেন যে, প্রতিপক্ষগণকে কারণ দর্শাইয়া মাননীয় কাউন্সিলে হাজির করত শুনানীর জন্য একদিন ধার্য্য করে শুনানী অন্তে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারা মোতাবেক সুবিচার করার জন্য প্রার্থনা করেন। উপরোক্ত বর্ণনায় ফরিয়াদী অভিযোগ দাখিল করেন।

প্রতিপক্ষ নোটিশ প্রাপ্তিতে জবাব দাখিল করেন নাই। তবে অভিযোগ খারিজের দরখাস্ত দিয়েছেন, যা হুবহু নিম্নে উদ্বৃত করা হলোঃ

‘দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১. উপরোক্ত মামলায় বর্ণিত বিষয়ে ঝিনাইদহের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত জুলাই মাসে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৫০০ ধারায় ৮টি মানহানি মামলা; ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ থানায় আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৪(১)/৫ ধারায় ২টি মামলা এবং ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানায় ১টি জিডি নিবন্ধিত হয়। জিডিটি আগস্ট মাসে নন এফ.আই.আর প্রসিকিউশন মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। অর্থাৎ গত ২১.৯.২০১৫ইং তারিখ প্রেস কাউন্সিলে অত্র মামলাটি দায়ের হওয়ার পূর্বেই একই বিষয়ে ঝিনাইদহে ১১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়। ওই মামলাগুলো সংশ্লিষ্ট আদালতে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে (মামলার কপি সংযুক্ত) (পৃষ্ঠাঃ৪-৪১)।

২. প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়েরের পূর্বশর্ত হচ্ছে, অভিযোগে বর্ণিত বিষয়ে অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু থাকা যাবে না। ফরিয়াদী পক্ষ একই বিষয়ে ১১টি মামলার অস্তিত্ব ও তথ্য সজ্ঞানে গোপন করে, মিথ্যা ঘোষণা ও মিথ্যা সত্যপাঠ এর মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিলে উপরোক্ত মামলা দায়ের করেছেন।

অতএব, প্রার্থনা, বর্ণিত কারণ ও অবস্থাধীনে উপরোক্ত মামলা/অভিযোগ খারিজের আদেশ দিতে হুজুর আদালতের মর্জি হয়।’

ফরিয়াদীর আর্জি খারিজের দরখাস্তের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন যা নিম্নে হুবহু উদ্বৃত করা হলো।

“ফরিয়াদীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২(৩) ধারামতে ফরিয়াদীর আরজী খারিজের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন উহা বিধি সম্মত না হওয়ায় নামঞ্জুর হইবে।

২। ফরিয়াদীর জবাবের ১নং দফার বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বর্ণিত বিষয়ে মামলা মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে কিন্তু প্রতিপক্ষের দরখাস্তের বলা নাই প্রতিপক্ষ গণের বিরুদ্ধে অত্র ফরিয়াদী কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বা ফরিয়াদী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে উক্ত মামলা সমূহ দায়ের হইয়াছে যে কারণ অত্র মামলা চলার কোন আইনগত বাধা নাই এবং প্রতিপক্ষের আনিত দরখাস্ত নামঞ্জুর যোগ্য।

৩। প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হইয়া থাকে উক্ত বিষয় ফরিয়াদী মোটেই অবগত নহেন। অন্যের দায়ের করা মামলায় ফরিয়াদীর প্রত্যাশিত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ না থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে শুনানী সাপেক্ষে অত্র মামলা নিষ্পত্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক বিধায় প্রতিপক্ষের দরখাস্ত নামঞ্জুর যোগ্য।

৪। ফরিয়াদী সকল প্রকার বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক লাগামহীন সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষগণের দাখিলকৃত মামলার কাগজপত্র সমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় মামলা সমূহ দায়ের হইয়াছে বিভিন্ন ফৌজদারী অভিযোগে যাহার সহিত অত্র ফরিয়াদীর কোন সংশ্লিষ্ট নাই বিধায় ফরিয়াদীর মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানী হওয়া আবশ্যক এবং প্রতিপক্ষের দরখাস্ত না মঞ্জুর যোগ্য।

৫। ফরিয়াদী একজন প্রকৌশলী এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ যথা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের একজন সফল প্রকল্প পরিচালক এবং মামলা দায়েরের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বটে। প্রকাশিত সংবাদে ফরিয়াদী ও তার দপ্তর, দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ শুধু মাত্র প্রতিপক্ষগণের অপসাংবাদিকতার কারণে যাহার বিচার হওয়া আবশ্যক বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষের দরখাস্ত না মঞ্জুর হইবে।

৬। প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন নাই বা কাউকে দিয়া কোন মামলা দায়ের করান নাই। ফৌজদারী মামলা সমূহে বাদীগণ প্রকাশিত সংবাদ বিষয়ে কেন প্রতিকার প্রার্থনা করেন নাই। ফৌজদারী মামলার আরজির বিবরণ এবং অত্র মামলার আরজির বিরণের সহিত কোন মিল নাই। সুতরাং অত্র মামলা চলায় কোন আইনগত বাধা নাই বিধায় প্রতিপক্ষের দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

৭। ফরিয়াদীর পক্ষের অপরাপর বক্তব্য সমূহ শুনানীকালে আইনজীবী বাচনিকে উপস্থাপন করা হইবে।

অতএব, ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফরিয়াদীর আপত্তি গ্রহণ করতঃ প্রতিপক্ষের দরখাস্ত নামঞ্জুর অন্তে মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানীর তারিখ ধার্য্যে মর্জি হয়। ইতি তাং-০৯/০২/২০১৬ইং।"

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর দরখাস্তের আলোকে বক্তব্য পেশ করে বলেন যে, ঝিনাইদহের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত জুলাই,২০১৫ মাসে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৫০০ ধারায় ৮টি মানহানি মামলা, ঝিনাইদহের কোর্টচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ থানায় আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৪(১)/৫ ধারায় দুটি মামলা এবং ঝিনাইদহের কোর্টচাঁদপুর থানায় একটি জিডি করা হয় এবং জিডিটি আগষ্ট মাসে নন এফ,আই,আর প্রসিকিউশন মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় অর্থাৎ ২১/০৯/২০১৫ তারিখ প্রেস কাউন্সিলে অত্র মামলাটি দায়ের হওয়ার পূর্বে একই বিষয়ে ঝিনাইদহে ১৬টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে, কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের এর পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে অভিযোগে বর্ণিত বিষয়ে অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু থাকা যাবে না কিন্তু ফরিয়াদী ১৩টি মামলার অস্তিত্ব ও তথ্য গোপন করে সত্য পাঠের মাধ্যমে মামলা দায়ের করেছে এবং এই কারণেই অভিযোগটি খারিজ করার প্রয়োজন। যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে তিনি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২(৩) উপ-ধারা এবং প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলীর ৮:১:সি এবং ৮:২ এর দৃষ্টি আকর্ষন করে নিবেদন করেন যে ফরিয়াদী অভিযোগ দায়েরকালে ঐসমস্ত নিয়মাবলী প্রতিপালন করেনি বিধায় অভিযোগটি খারিজ করা আবশ্যক।

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনকালে নিবেদন করেন যে অভিযোগ খারিজ করার কোন বিধান মূল আইনে, রেগুলেশনে বা কোন রুলস এ নেই, তাই প্রতিপক্ষের অভিযোগ খারিজের দরখাস্তটি সরাসরি খারিজযোগ্য।

তিনি প্রবিধানের (Regulation) এর ১৩:১ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে নিবেদন করেন যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একই ধরনের অভিযোগ পূর্বে নিস্পত্তি হয়েছে বলে প্রতিয়মান হলেই কেবল পরবর্তী একই ধরনের অভিযোগ খারিজ করার এখতিয়ার বিচারিক কমিটির রয়েছে, তবে এক্ষেত্রে ফরিয়াদী কোন আদালতে তদ্রুপ কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই বিধায় প্রতিপক্ষের অভিযোগ খারিজের দরখাস্তটি সচল নয় বিধায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে খারিজ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞ আইনজীবী সংবিধানের ২৬(১) এবং ২৭ অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং এইভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামাঞ্জস্যপূর্ণ, সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের এতখানি বাতিল হয়ে যাবে, তাই এই ফরিয়াদীকে বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং সংবিধানের আলোকে বিচার পাওয়ার অধিকারী।

তিনি আরও বলেন যে, ২৭/০৫/২০১৫, ০২/০৬/২০১৫, ০৪/০৬/২০১৫, ০৬/০৭/২০১৫ তারিখের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছেন কিন্তু ১৭/০৬/২০১৫, ০২/০৭/২০১৫, ০৫/০৭/২০১৫, ০৯/০৭/২০১৫ এবং ১৩/০৭/২০১৫ তারিখের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রকার মামলা দায়ের করেনি কাজেই ঐ সমস্ত তারিখের প্রতিবেদনের ন্যায্যতা চ্যালেঞ্জ করে অভিযোগের বিচার পেতে আইনগত কোন বাধা নেই বিধায় গুনাগুণের ভিত্তিতে অভিযোগটির নিস্পত্তি করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন, অন্যথায় ফরিয়াদীর সমূহ ক্ষতি হবে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে ফরিয়াদী কাউন্সিল এর ১২ ধারায় বিচার প্রার্থনা করেছেন কিন্তু কোন ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকারের মামলা করেনি, তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খারিজের দরখাস্তটি খারিজ করা আবশ্যক।

প্রতিউত্তরে প্রতিপক্ষের আইনজীবী সংবিধানের ৩৫(২) অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার দন্ডিত করা যাবে না। উত্তরে ফরিয়াদীর আইনজীবী বলেন যে, ফরিয়াদী অন্য কোন আইনের আওতায় প্রতিকারের প্রার্থনা করেনি। তিনি বলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি অভিযোগটি বিচারিক কমিটির অনুমতি নিয়ে সংশোধন করবেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো উদ্বৃত করা হলো।

"ধারা ১২(৩)ঃ কোন আদালতে কোন বিষয় বিচারাধীন থাকিলে সেই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনায় উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে না।"

"৮ ঃ ২- অভিযোগ দায়ের করার সময় আবেদনপত্রের পাদটীকায় নিম্নলিখিত ঘোষণাগুলো থাকতে হবে ;

(২) ফরিয়াদী তার জানা এবং বিশ্বাসমতে কাউন্সিল সমীপে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সত্য ঘটনা পেশ করেছেন এবং অভিযোগের বর্ণিত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু নেই।

(৩) কাউন্সিলে তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযোগের কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলে কালক্ষেপ না করে ফরিয়াদী তা কাউন্সিলকে অবহিত করবেন।"

"Regulation -13:1. **Rejection of complaint of the same nature previously inquired into:** Where at any time in the course of the inquiry into the complaint it appears to the Judicial Committee that the subject-matter of the complaint is substantially the same as, or has been covered by, any former complaint dealt with by the Council under these regulations, the Committee shall hear the complainant if he desires to be heard and also the newspaper, news agency, editor working journalist, as the case may be, if the Committee considers if necessary, and if the Committee so holds recommend rejection of the complaint and submit the case to the Council, and thereupon the council may by order in writing either reject the complaint or direct that the complaint may be inquired into."

"সংবিধান ঃ অনুচ্ছেদ ২৬- মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল ঃ (১) এইভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

"সংবিধান ঃ অনুচ্ছেদ ২৭- আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"

"সংবিধান ঃ অনুচ্ছেদ ৩৫- বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ ঃ (২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দন্ডিত করা যাইবে না।"

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের অভিযোগ খারিজের দরখাস্ত এবং ফরিয়াদীর আপত্তি এবং উপরে উল্লেখিত আইনগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিযোগ বিশ্লেষণ কালে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদী অভিযোগ দায়ের করার সময় আবেদন পত্রের পাদটীকায় নিম্নলিখিত ঘোষণাগুলো দেন নাই। যেমনঃ

১। অত্র দরখাস্তে উল্লেখিত আমার সকল বক্তব্য আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবগতিমতে সত্য এবং কাউন্সিল সমীপে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সত্য ঘটনা পেশ করেছি এবং অভিযোগে বর্ণিত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা চালু নেই।

২। কাউন্সিল তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযোগের কোন বিষয় অন্য কোন আদালতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলে কালক্ষেপ না করে আমি তা কাউন্সিলকে অবহিত করবো।

তাই আবেদন পত্রটি উপরোক্ত বিধি অনুসারে সচল (Maintainable) নয়।

"Regulation 9.1- **Return of complaint :** Where a complainant does not comply with the requirements of regulation 8 the Chairman may return the complaint with direction to the complainant to bring it in conformity with such requirements and re-submit it within such times as he may fix in that behalf."

উপরোক্ত বিধান মতে আবেদনটি ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা কাউন্সিলকে প্রদান করা হয়েছে।

কোন আদালতে মামলা চালু থাকলে কাউন্সিল এর ১২(৩) উপধারা অনুসারে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা কাউন্সিলকে প্রদান করা হয়নি।

ফরিয়াদী আবেদন পরীক্ষা করে দেখা যায় ১৭/০৬/২০১৫, ০৪/০৭/২০১৫, ০৯/০৭/২০১৫ এবং ১৩/০৭/২০১৫ তারিখে প্রতিবেদনের প্রতিকার চেয়ে কোন ব্যক্তি মামলা করেছে বলে প্রতিপক্ষ কোন কাগজ দাখিল করেনি।

তারপরও আবেদনপত্রটি Misjoinder of Causes Action বিধায় বিচারিক কমিটি তদন্ত পরিচালনা করতে পারেনা।

কমিটি উপরোক্ত অবস্থাধীনে অভিযোগের গুনাগুণের উপর কোন মতামত দেওয়া সমীচীন মনে করে না।

পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য, দাখিলকৃত মূল আবেদনপত্র, অভিযোগ খারিজের দরখাস্ত, ফরিয়াদীর আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান পরীক্ষা করে আমরা Regulation এর ৯(১) এর বিধান অনুসরণ করে অভিযোগটি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্তে পৌছেছি।

অতএব, অভিযোগ পত্রটি ফরিয়াদীর আইনজীবীর নিকট ফেরত দেওয়া হোক। তবে ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করার নিয়মাবলী পালন করে তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ পুনঃ দাখিল করতে পারবেন।

অভিযোগটি দোবারা দোষে বারিত নয় বিধায় খারিজ করা হলো না। তবে ফেরত দেওয়া হলো।

এই আদেশের সহি মহুরী নকল পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ সমীচীন মনে করলে আদেশটি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

স্বাক্ষরিত/-
(মনজুরুল আহসান বুলবুল)
সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য